দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

শিক্ষা ভবনকে টেন্ডার সন্ত্রাসের আখড়া বানাতে মরিয়া অসাধু সিন্ডিকেট

প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সমাবেশে অভিযোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ নিয়ন্ত্রণে নিতে রাজধানীর শিক্ষা ভবনকে টেন্ডার সন্ত্রাস্ত্রের আখড়ায় পরিণত করতে মরিয়া চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে ঠিকাদারদের একটি সিন্ডিকেট। এরা যেকোনো মূল্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। এ কাজে এক শ্রেণির অসাধু প্রকৌশলী ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

গতকাল শুক্রবার সকালে আব্দুল গণি রোডের শিক্ষা ভবনে এক সমাবেশে এ অভিযোগ করেন সারাদেশের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ইইডি'র সর্বস্তরের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকৌশলী-কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ' সমাবেশের আয়োজন করে।

সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বুলবুল আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকৌশলী-কর্মকর্তারা বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ইজিপি চালুসহ ইইডির আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ফলে দরপত্র প্রক্রিয়ায় টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে। ভেঙে গেছে অসাধু ঠিকাদার ও প্রকৌশলীদের সিন্ডিকেট। ইইডির এ বিশাল অর্জনকে নস্যাত্ করে নিজেদের অসত্ স্বার্থ কায়েমের জন্য একটি কুচক্রিমহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।'

সভায় বক্তারা জানান, ইইডির অধীনে দেশব্যাপী সাধারণ ও কারিগরি সেক্টরের প্রায় ২৪ হাজার দৃষ্টিনন্দন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে মানবসম্পদ উন্নয়নে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টিএসসি নির্মাণ, বিদ্যমান ৬৪টি টিএসসির অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইনটেক ক্যাপাসিটি দ্বিগুণ করার জন্য ভবন নির্মাণে ইইডির অনন্য ভূমিকা রাখছে। কিন্তু একটি চক্র এসব উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।'

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি আলতাফ হোসেনের পরিচালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমন্বয় পরিষদের সদস্য সচিব আসাদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, তৌহিদ উদ্দিন আহমেদ, শাহ নঈমুল কাদের এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আফরোজা বেগম, আবুল হাসেম সরদার, মীর মুয়াজ্জেম হুসেন, শাহ আলম, মো. আকতারুজ্জামান প্রমুখ।